বিভাগঃ কৃষি মন্ত্রণালয়।
প্রতিষ্ঠানঃ বাংলাদেশ পাট গবেষণা ইনস্টিটিউট।
বিভাগঃ পেস্ট ম্যানেজমেন্ট বিভাগ।
শাখাঃ কীটতত্ত্ব

কীটতত্ত্ব শাখা প্রযুক্তি-১

১) প্রযুক্তির নামঃ		মেহগনি বীজের নির্যাস দিয়ে পাটের হলুদ মাকড় দমন।
২) প্রযুক্তির বৈশিষ্ট্যঃ		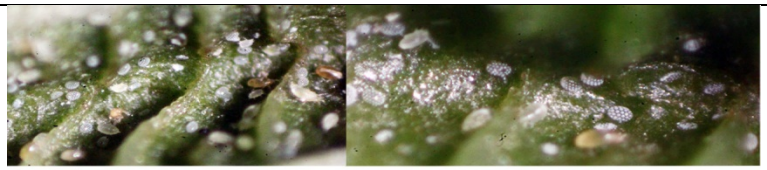 হলুদ মাকড় Jute yellow mite (*Pollyphagotarsonemus latus* Banks) Family: Tarsonemidae, Order: Acarina **ছবি: হলুদ মাকড় এবং হলুদ মাকড় দ্বারা আক্রান্ত পাতা ও কান্ড** **প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যঃ** ১) কৃষকের জন্য সহজলভ্য ২) ব্যবহার পদ্ধতি খুবই সহজ ৩) পরিবেশ বান্ধব ৪) অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক
৩) প্রযুক্তির উপযোগিতাঃ		১) মেহগনি গাছ বাংলাদেশের প্রায় সকল অঞ্চলে সহজেই পাওয়া যায় তাই হলুদ মাকড় দমনের জন্য রাসায়নিক মাকড়নাশক ব্যবহার না করে মেহগনি বীজের নির্যাস ব্যবহার করা যায়। **ছবি: কঁচি পাতার উল্টো দিকে মেহগনি বীজের নির্যাস ছিটানো** ২) মেহগনি বীজের নির্যাস হলুদ মাকড় আক্রান্ত গাছের ডগার কচিপাতার উল্টোদিকে সরাসরি স্প্রে করলে খুব ভাল ফল পাওয়া যায়। ৩) বাংলাদেশের যে সকল অঞ্চলে পাট চাষ করা হয় সে সব অঞ্চলে এ প্রযুক্তি খুবই উপযোগী। ৪) এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে পরিবেশের উপর কোন বিরুপ প্রভাব পড়েনা। ৫) এই নির্যাস উপকারী পোকার উপর কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলেনা। ৬) এই প্রযুক্তি গ্রহণের ক্ষেত্রে কৃষকের কোন ঝুঁকি নাই।

৪) মাঠ পর্যায়ের তথ্যঃ		**মেহগনি বীজের নির্যাস প্রস্তুত প্রনালীঃ** **ছবি: মেহগনি ফল ও বীজ** গাছ থেকে পরিপক্ক মেহগনি ফল সংগ্রহ করে সূর্যের আলোতে ভালভাবে শুকিয়ে নিতে হবে। তারপর বীজগুলো ফল থেকে আলাদা করে নিতে হবে এবং বীজগুলো হামান দিস্তা, শীলপাটা অথবা গ্রাইন্ডারের সাহায্যে পাউডার করতে হবে। এই বীজের পাউডার পানিতে ১:২০ অনুপাতে (১০০ গ্রাম পাউডার ২ লিটার পানিতে) সারারাত ভিজিয়ে রাখলে মেহগনি বীজের নির্যাস তৈরি হবে। এই নির্যাস ছাকনি দিয়ে ছেকে নিয়ে মাকড় আক্রান্ত পাট পাতার উল্টোদিকে ছিটাতে হবে। **নির্যাসের কার্যকরী উপাদানঃ** • ফ্ল্যাভোনয়েড • সেপোনিন • বিটা অ্যালকালয়েডস • ফ্যাটি এসিড 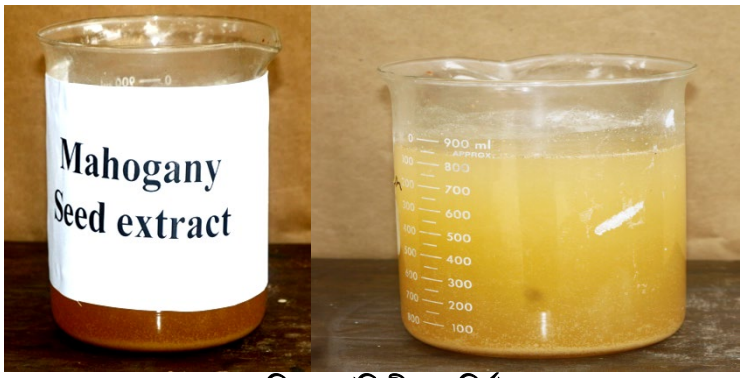 **ছবি: মেহগনি বীজের নির্যাস** **মেহগনি বীজ সংগ্রহ ও নির্যাস তৈরির খরচঃ** বীজ সংগ্রহ ও নির্যাস তৈরি বাবদ খরচ (১ জন শ্রমিক = ৬০০/- প্রথমবার স্প্রে (২ জন শ্রমিক) = ১২০০/- দ্বিতীয়বার স্প্রে (২ জন শ্রমিক) = ১২০০/- মোট = ৩০০০/- এই প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে প্রতি হেক্টরে আট মণ ফলন বেশি পাওয়া যায় যার বর্তমান মূল্য = ২৮০০×৭= ১৯,৬০০/-

		প্রতি হেক্টরে লাভ = (১৯,৬০০ – ৩০০০)=১৬,৬০০/-
৫) প্রযুক্তি হতে ফলন/প্রাপ্তিঃ		কৃষকের মাঠে হলুদ মাকড় আক্রান্ত গাছের ডগার কচিপাতার উল্টোদিকে সরাসরি স্প্রে করে প্রায় শতকরা ৬৮ ভাগ হলুদ মাকড় দমন সম্ভব এবং প্রায় শতকরা ১০-১৫ ভাগ পাটের আঁশের ফলন বৃদ্ধি পায়।